

যুগান্তর

প্রিন্ট: ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১১:৫৮ এএম

সারাদেশ

জলাবদ্ধ হলে এসএসসি পরীক্ষা, ব্যবস্থা নিতে কুসিক প্রশাসককে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ



কুমিল্লা ব্যুরো

প্রকাশ: ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১০:৫৭ পিএম



জলাবদ্ধ হলে এসএসসি পরীক্ষা

কুমিল্লায় জলাবদ্ধ হলে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বুধবার যুগান্তরের প্রথম পাতায় নগরীর ঈশ্বর পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে জলাবদ্ধ কক্ষে পরীক্ষা দেওয়ার ছবি প্রকাশিত হয়। ওই ছবি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়।

এতে দেখা যায়, কেউ বেঞ্চে পা তুলে, কেউবা পানিতে পা রেখেই পরীক্ষা দেয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসকের কাছে ফোন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা (টিপু) বুধবার ঈশ্বর পাঠশালা (উচ্চ বিদ্যালয়) পরিদর্শন করেন। তিনি স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা নিরসনে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এ সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুনসহ প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুসিক সূত্র জানায়, টানা দুই দিনের ভারি বর্ষণে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কুসিক প্রশাসকসহ সব কর্মকর্তা কর্মচারীরা জনদুর্ভোগ লাগবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ড্রেন পরিষ্কার এবং পানি নিষ্কাশনের খাল গুলো সচল করা হচ্ছে। এতে বুধবার নগরীতে তেমন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়নি।

কুসিক প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ঈশ্বর পাঠশালায় জলাবদ্ধ হলে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি গোচর হয়েছে। পাশাপাশি যুগান্তরে প্রকাশিত ছবিটি আমরা দেখেছি। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করে ওই বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছি। এখানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা নগরবাসীকে জলাবদ্ধতা থেকে পরিত্রাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যেসব খাল দিয়ে পানি নামতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, প্রতিটি খাল পরিষ্কার করা হয়েছে। আমাদের কাজ এখনো চলমান। এরই মধ্যে আমরা কাজের ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। বুধবার সকাল থেকে টানা বৃষ্টি

হলেও কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়নি।

প্রশাসক বলেন, নগরীর অধিকাংশ পানি গুইংগাবুরি খাল হয়ে ডাকাতিয়া নদীতে পতিত হয়। নগরীর বাইরের অংশে সেই খালে ময়লা ফেলে অনেকটা বাঁধের মতো অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা সারা রাত কাজ করে সেটি অপসারণ করে পানি চলাচল স্বাভাবিক করেছি। এই বিদ্যালয়ে এসেও সেটির ফলাফল দেখেছি। বুধবার কোথাও জলাবদ্ধতা নেই।

জানা গেছে, কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা (উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, এবার এই কেন্দ্রে ৬০৮ জন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। এর মধ্যে পুরোনো একতলা টিনশেড ভবনের ৪টি কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছে ২১৬ জন। মঙ্গলবার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা চলাকালে বৃষ্টির কারণে ভবনটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর ওই ৪টি কক্ষের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আরেকটি ভবনে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশের ৬ তলা ভবনটিতে প্রধান শিক্ষকের কক্ষসহ ৬টি কক্ষে আগামী বৃহস্পতিবারের এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার বিকালে ঈশ্বর পাঠশালায় গিয়ে দেখা গেছে, মাঠের পশ্চিম পাশের পুরোনো একতলা টিনশেড ভবন থেকে বৃষ্টির পানি সরে গেছে। মঙ্গলবার মাঠসহ পুরো বিদ্যালয়ের আঙিনা পানিতে তলিয়ে ছিল। নগর কর্তৃপক্ষের খাল এবং ড্রেন পরিষ্কারের কারণে পানি সরে গেছে।

ঈশ্বর পাঠশালার (উচ্চবিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক শুধাংশু কুমার মজুমদার বলেন, বুধবার যুগান্তরের প্রথম পাতায় প্রকাশিত আমাদের স্কুলের ছবিটি আমরা দেখেছি। শুনেছি বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু সাহেবকে ফোন করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা শুনে অনেক খুশি হয়েছি।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার পরীক্ষা শুরুর সময় কোনো সমস্যা ছিল না। দুপুর ১২টার দিকে পরীক্ষার কক্ষ পানিতে তলিয়ে যায়। তখন ইচ্ছা থাকার পরও পরীক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। শত বছরের পুরোনো বিদ্যালয়ে ভবন সংকটের কারণে পুরোনো ভবনটিতে পরীক্ষা নেওয়া

হয়। এখানে জলাবদ্ধতার সমস্যা দীর্ঘদিনের।

তিনি বলেন, আমরা এখানে নতুন একটি ভবন চাই। পাশাপাশি মাঠ উঁচু করাসহ জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান চাই।

সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, ভারি বর্ষাের পর নগরীর নোয়াগাঁও রেলগেট গুইংগাবুরি খাল পয়েন্ট, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সুলতানপুর খাল, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের তামজিদ ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন গুইংগাবুরি খাল ও রেইসকোর্স খাল দিয়ে নগরীর বেশির ভাগ পানি অপসারিত হয়; কিন্তু ময়লা ফেলায় এসব খাল কার্যত অচল হয়ে ছিল। জলাবদ্ধতা সৃষ্টির পর তাৎক্ষণিকভাবে খালগুলো পরিষ্কার করে পানি চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। এখন দ্রুত পানি সরে যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে নগরীর প্রতিটি খাল ও নালা পরিষ্কার করা হবে।